আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে মাদকসহ গ্রেফতার-২

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ২০ পিচ টাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার ২। গত বুধবার রাত ১০ টার সময় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই(নিঃ) মোঃ আলমগীর কবীর ও সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ তদন্ত কেন্দ্র এলাকায় বিশেষ অভিযানে আলমডাঙ্গা থানাধীন বেলগাছি গ্রামের কাশিপুর কেদারনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর মাঠের বট গাছের নিচে হতে আনিসুল রহমানের ছেলে মোঃ মনিরুল ইসলাম
(৩৫) ও মোশারিফ আলির ছেলে মোঃ সুজন(৩০) গ্রেফতার করা হয়। তাদের হেফাজত হতে সর্বমোট ২০পিচ মাদকদ্রব্য টাপেন্টাডল ট্যাবলেট, মাদক বিক্রয়ের নগদ সর্বমোট ৯৩০ টাকা, মাদক বিক্রয় কাজে ব্যবহৃত ০১টি কালো রংয়ের স্যামফনি বাটন ফোন উদ্ধার করা হয় ।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানার মামলা নং-৩২, তাং- ২৫/০৩/২০২৬ খ্রিঃ ধারা- ২০১৮ সালের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ৩৬(১) সারণির ২৯(ক) মামলা রুজু করা হয়েছে।

সাবেক মন্ত্রীর ভাই মৃদুলের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই শহীদ সরফরাজ মৃদুলের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৪ সালে এনআই এ্যাক্টের ১৮ ধারায় মেহেরপুরের যুগ্ম দায়রা জজ ২য় আদালতে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই শহীদ সরফরাজ মৃদুলের বিরুদ্ধে ১কোটি ৮০ লাখ

টাকার চেক ডিজঅনার মামলা করেন তার ব্যবসায়ী অংশিদার দেবাশীষ কুমার বাগচি। যার মামলা নম্বর- এস.সি-১৫৬/২০২৪।

ওই মামলায় ২০২৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আদালত সরফরাজ হোসেনের মৃদুলকে ১কোটি ৮০ লাখ টাকার দ্বিগুন জরিমানা ও এক বছরের সাজা প্রদান করে রায় দেন। রায় ঘোষণার নির্দিষ্ট সময় পার হলেও আসামি সরফরাজ হোসেন মৃদুল কোন আপিল করেননি।

পরবর্তিতে ২০২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি বাদি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৮৬ ধারা মতে জরিমানা টাকা আদায়ের জন্য একই আদালতে আবেদন করেন। আদালতের বিচারক মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান আবেদনটি আমলে নিয়ে চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি জরিমানার টাকা আদায়ে আসামির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও মালামাল ক্রোক করার জন্য মেহেরপুর সদর থানার ওসিকে নির্দেশ দেন । একই আদেশের কপি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকেও পাঠানো হয়।

আসামী শহীদ সরফরাজ মৃদুলের মালিকানাধীন ৩কোটি ৬০ লাখ টাকা সমপরিমাণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকায় আদেশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ৩টি সিলিং ফ্যান, ১টি ফ্রিজ, ২টি খাট, এক সেট সোফা, ২টি আলমিরা, ১টি ড্রেসিং টেবিল, ১টি এসি। যেগুলোর মুল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১লাখ ৫০ হাজার টাকা।

এছাড়া স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ঝাউবাড়িয়া মৌজায় ৬৬৯২ নম্বর খতিয়ানে ২.৮২৯২ একর জমি, মেহেরপুর মৌজার ১৩৩১৭ নম্বর খতিয়ানে ০.০০৩২ একর জমি, ২৯৬৩/২ নম্বর খতিয়ানে ০.০২৭৫ একর জমি, একই খতিয়ানের ভিন্ন দাগে ০.০০২৫ একর জমি, ১১৭১৮ নম্বর খতিয়ানের ০.০৪২১ একর জমি, হরিরামপুর মৌজায় ১৬০১ নম্বর খতিয়ানে ০.৪৬ একর জমি। মোট অস্থাবর সম্পত্তি ৩.৩৬৪৫ একর জমি যার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ কোটি ৫৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, “ ক্রোক আদেশের নথি ঈদের আগ পযর্যন্ত পাইনি। ছুটি শেষ করে রবিবার অফিস করবো। আদেশ কপি পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

মেহেরপুরে ফিলিং স্টেশন পরিদর্শন ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

মেহেরপুরে ফিলিং স্টেশন পরিদর্শন ও বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

বুধবার জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীরের নেতৃত্বে সদর উপজেলার নূর ফিলিং স্টেশন, হক ফিলিং স্টেশন এবং জেড. কে ফিলিং স্টেশন পরিদর্শন করা হয়।

পরিদর্শনকালে মজুদ রেজিস্টারের সঙ্গে সংরক্ষিত তেলের পরিমাণ মিলিয়ে দেখা হয়। এ সময় পাম্প মালিকদের তেল মজুদ থাকা সাপেক্ষে নিয়মিত সরবরাহ অব্যাহত রাখা এবং কোনো ধরনের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

পরবর্তীতে সদর উপজেলার আমঝুপি বাজারে গরু ও খাসির মাংসের দোকানগুলোতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৩৯ ও ৪০ ধারায় দুইটি পৃথক মামলায় দুইজন ব্যবসায়ীকে মোট ২ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া ব্যবসায়ীদের মূল্য তালিকা প্রদর্শন এবং নির্ধারিত মূল্যে মাংস বিক্রির জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সৌদি আরবে পাঠানো যুবক ৪ মাস

ধরে নিখোঁজ, দালালের বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিন্দা গ্রামের বাসিন্দা তানজিলা খাতুনের ছেলে ফিরোজ উদ্দিন প্রায় চার মাস ধরে সৌদি আরবে নিখোঁজ রয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। উন্নত জীবনের আশায় তাকে সৌদি আরবে পাঠিয়েছিলেন তার পরিবার। এ কাজে স্থানীয় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য ফজলুর রহমান।

তানজিলা খাতুন জানান, তিন মাস অতিবাহিত হলেও ফজলুর রহমান তার ছেলের কোনো কাজের ব্যবস্থা করতে পারেননি। এরই মধ্যে চার মাস ধরে তার ছেলে সৌদি আরবে নিখোঁজ রয়েছে। এ ঘটনায় তানজিলার অভিযোগের প্রেক্ষিতে গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং গাংনী থানার সাব-ইন্সপেক্টর রবিউল ইসলামের হস্তক্ষেপে একটি মীমাংসা হয়।

মীমাংসা অনুযায়ী, দালাল ফজলুর রহমান দুই দিনের মধ্যে ফিরোজ উদ্দিনকে দেখানোর অথবা আকামার পরিবর্তে দুই লাখ টাকা প্রদান করার কথা বলেন। টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত একটি গরু জামানত হিসেবে তানজিলার বাড়িতে রেখে দেওয়া হয়।

তবে পরে ফজলুর রহমান তানজিলা খাতুন ও তার স্বামী কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে আদালতে চুরির মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে গত সোমবার সকালে তদন্ত কর্মকর্তা সাব-ইন্সপেক্টর শিমুল তানজিলার বাড়িতে যান। এ বিষয়ে তিনি বলেন, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে তার বাড়িতে যাওয়া স্বাভাবিক।

এদিকে তানজিলা খাতুনের দাবি, তার ছেলেকে জীবিত অথবা মৃত যেভাবেই হোক দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়া হোক। ছেলেকে ফিরে পাওয়ার আশায় তানজিলার স্বামী কামাল হোসেন বাদী হয়ে ফজলুর রহমান ও তার ছেলে শিহাবের বিরুদ্ধে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ অনুযায়ী আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

আলমডাঙ্গায় ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার দুই আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার সঙ্গে জড়িত দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) শীতর বিশ্বাস সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ থানার বিভিন্ন এলাকায় গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় আলমডাঙ্গা থানাধীন রুয়াকুলি গ্রামের বদরগঞ্জ মাঠে মো. লোকমানের কাঁঠাল বাগানের সামনে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কের ওপর সমবেত হয়ে ডাকাতি প্রস্তুতির ঘটনার সঙ্গে জড়িত মামলার দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন আসাননগর গ্রামের আকমল হোসেনের ছেলে মো. খোরশেদ (৩০) এবং আলমডাঙ্গা পৌরসভার কোর্টপাড়া এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে শরিফুল ইসলাম (২৬)।

বুধবার (১১ মার্চ) ভোর ৪টার দিকে আলমডাঙ্গা থানাধীন সাদাব্রীজ মোড় এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরে আলমডাঙ্গা থানার মামলা নং-৩৪, তারিখ ২৮/০৮/২০২৫ খ্রি., ধারা ৩৯৯/৪০২ পেনাল কোডে তাদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরের দুই প্রতিষ্ঠানে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগর ও সদর উপজেলায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালিত হয়ে দুই ব্যবসায়ীকে মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মুজিবনগরে অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদনের অভিযোগে মেসার্স আফিফ বাংলা ফুডকে ১০ হাজার টাকা এবং সদর উপজেলার কাথুলী মোড়স্থ

শোলমারী হোটেলকে খাদ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্য (হাইড্রোজ) ব্যবহার করার কারণে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতি. দা.) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। অভিযানে নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো: রিয়াজ মাহমুদ এবং জেলা পুলিশের একটি টিম সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, ঔষধ, সেমাই, কসমেটিকস ও হোটেলগুলোর কার্যক্রম তদারকি করা হয়। উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে, যাতে তারা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন মেনে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে। নিয়মিত এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

অনুমোদন বিহীন মিষ্টি উৎপাদন করায় ঝিনাইদহ সুইট হোটেলকে জরিমানা

ঝিনাইদহে অনুমোদন ছাড়াই মিষ্টি উৎপাদন ও বিক্রির অভিযোগে আলোচিত সেই সুইট হোটেলে অভিযান চালিয়েছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) ও জেলা প্রশাসন। অভিযানে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

বুধবার (৪ মার্চ) দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করেন। আদালত সুত্রে জানা যায়, রমজানে বাজার তদারকি ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এবং বিক্রয় নিশ্চিত করার জন্য বিএসটিআই ও জেলা প্রশাসন অভিযান চালায়। শহরের বিভিন্ন ফলের দোকান, তেল পাম্পসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালায় তারা।

অভিযানে সুইট হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও লাইসেন্স ছাড়াই প্রতিষ্ঠানটি মিষ্টি উৎপাদন ও বিক্রি করার অপরাধে বিএসটিআই আইন-২০১৮ এর ৩০/৩০ ধারা অনুযায়ী ১০ হাজার টাকার জরিমানা

করে আদালত। অভিযানের নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদি হাসান।

সেসময় বিএসটিআই কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের ফিল্ড অফিসার খাইরুল ইসলাম ও পরিদর্শক মামুনুর রহমানসহ পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদকসেবীর জেল-জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে বেদ আলী (৫০) নামের এক মাদকসেবীকে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী হাকিম ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন এ দণ্ড প্রদান করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত বেদ আলী বাওট গ্রামের মোল্লাপাড়ার মৃত করিম মণ্ডলের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, বেদ আলী নিজ বাড়িতে মাদক সেবন করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম সেখানে অভিযান চালায়। অভিযানে এক পুরিয়া গাঁজা ও গাঁজা সেবনের সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়। সাজাপ্রাপ্ত বেদ আলীকে তাৎক্ষণিকভাবে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মুজিবনগরের পাঁচ প্রতিষ্ঠানে ৩৬ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান চালিয়ে ৩৬ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার সকালে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতি. দা.) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

অভিযানকালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ধারা ৩৮ অনুযায়ী মূল্য তালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করার অপরাধে আলিফ বস্তা ট্রেডার্স অ্যান্ড চাউল ভান্ডারকে ৫০০ টাকা, কালাম স্টোরকে ৫০০ টাকা এবং জোয়ার্দ্দার স্টোরকে ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া কসমেটিকসে মূল্য উল্লেখ না থাকা এবং লাইসেন্স ছাড়া গ্যাস বিক্রির দায়ে ধারা ৩৭ ও ৫২ অনুযায়ী তাসিন কসমেটিকস অ্যান্ড গিফট কর্নারকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। খাদ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্য (হাইড্রোজ) ব্যবহার করায় ধারা ৪২ অনুযায়ী মিজান হোটেলকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়-বিক্রয়ের ভাউচার সংরক্ষণ, মানসম্মত পণ্য বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য/ওষুধ ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

দামুড়হুদায় গভীর রাতে অবৈধ

মাটি কাটায় অভিযান: ৪ জনের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের গোপালপুর-ইব্রাহিমপুর এলাকায় অবৈধভাবে কৃষিজমির মাটি কাটার অভিযোগে গভীর রাতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাত ১১টা থেকে ভোর ৩টা পর্যন্ত গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে ৪ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহীন আলম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় প্রভাবশালী একটি চক্র কৃষিজমির উর্বর মাটি কেটে বিক্রি করে আসছিল বলে অভিযোগ ছিল। অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে মাটি কাটার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০২৩ সংশোধিত) এর সংশ্লিষ্ট ধারায় ৪ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে ১ (এক) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন নতিপোতা গ্রামের আছের উদ্দিনের ছেলে মজিবুল, একই গ্রামের মৃত আকবরের ছেলে খাইরুল ইসলাম, কুলবিলা গুচ্ছগ্রামের ছমির উদ্দিনের ছেলে সোহেল রানা এবং মাগুরা গ্রামের নওশের আলীর ছেলে আবুল কাশেম।

অভিযান চলাকালে প্রশাসনের উপস্থিতিতে অবৈধ কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় সহযোগিতা করে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি চৌকস টিম।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কৃষিজমির উর্বরতা নষ্ট ও পরিবেশের ভারসাম্য ধ্বংস করে অবৈধভাবে মাটি কাটা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, প্রশাসনের এ কঠোর পদক্ষেপে অবৈধ মাটি

ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি হবে এবং পরিবেশ সুরক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।